سورة الكافرون

সূরা কাফিরূন

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৬ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝۱ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝۲ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝۳ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝۴ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝۵ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝۶

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুন, হে কাফিরকুল, (২) আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর (৩) এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি (৪) এবং আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর। (৫) তোমরা ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য এবং আমার ধর্ম আমার জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (কাফিরদেরকে) বলে দিন, হে কাফিরকুল (তোমাদের ও আমার তরীকা এক হতে পারে না। বর্তমানে) আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত কর না। (ভবিষ্যতেও) আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করব না এবং তোমরাও আমার উপাস্যের ইবাদত করবে না। (উদ্দেশ্য এই যে, আমি একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে শিরক করতে পারি না---এখনও না এবং ভবিষ্যতেও না। পক্ষান্তরে তোমরা মুশরিক হয়ে একত্ববাদী সাব্যস্ত হতে পার না---এখনও না, ভবিষ্যতেও না। মানে একত্ববাদ ও শিরক হাত মিলাতে পারে না)। তোমরা তোমাদের প্রতিদান পাবে এবং আমি আমার প্রতিদান পাব। (এতে তাদের শিরকের কারণে শাস্তির খবর শুনানো হল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ঃ হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ফজরের সুন্নত নামাযে পাঠ করার জন্য দু'টি সূরা উত্তম---সূরা

কাফিরূন ও সূরা এখলাস।---(মাযহারী) তফসীর ইবনে কাসীরে কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ফজরের সুন্নত এবং মাগরিবের পরবর্তী সুন্নতে এ দু'টি সূরা অধিক পরিমাণে পাঠ করতে শুনেছেন। জনৈক সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলেনঃ আমাকে নিদ্রার পূর্বে পাঠ করার জন্য কোন দোয়া বলে দিন। তিনি সূরা কাফিরূন পাঠ করতে আদেশ দিলেন এবং বললেন, এটা শিরক থেকে মুক্তিপত্র। হযরত জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা) বলেনঃ একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেনঃ তুমি কি চাও যে, সফরে গেলে সঙ্গীদের চেয়ে অধিক সুখে স্বচ্ছন্দে থাক এবং তোমার আসবাবপত্র বেশী হয়? আমি জওয়াব দিলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা) আমি অবশ্যই এরূপ চাই। তিনি বললেনঃ কোরআনের শেষ দিককার পাঁচটি সূরা---সূরা কাফিরূন, নছর, এখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ কর এবং প্রত্যেক সূরা বিস্মিল্লাহ্ বলে শুরু কর ও বিস্মিল্লাহ্ বলে শেষ কর। হযরত জুবায়ের (রা) বলেন, ইতিপূর্বে আমার অবস্থা ছিল এই যে, সফরে আমার পাথেয় কম এবং সঙ্গীদের তুলনায় আমি দুর্দশাগ্রস্ত হতাম। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই শিক্ষা অনুসরণ করলাম, তখন থেকে আমি সফরে সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল হয়ে থাকি। হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেনঃ একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিচ্ছু দংশন করলে তিনি পানির সাথে লবণ মিশ্রিত করলেন এবং সূরা কাফিরূন, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতে করতে ক্ষতস্থানে পানি লাগালেন। ---(মাযহারী)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মোত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খলফ একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসে বললঃ আসুন, আমরা পরস্পরে এই শান্তিচুক্তি করি যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন এবং এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব।---(কুরতুবী) তিবরানীর রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, কাফিররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির স্বার্থে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে এই প্রস্তাব রাখল যে, আমরা আপনাকে বিপুল পরিমাণে ধনৈশ্বর্য দেব, ফলে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। যদি আপনি এটাও মেনে না নেন, তবে এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব এবং এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন।---(মাযহারী)

আবূ সালেহ্-এর রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ মক্কার কাফিররা পারস্পরিক শান্তির লক্ষ্যে এই প্রস্তাব দিল যে, আপনি আমাদের কোন কোন প্রতিমার গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সত্য বলব। এর পরিপ্রেক্ষিতে জিবরাঈল সূরা কাফিরূন নিয়ে আগমন করলেন। এতে কাফিরদের ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং আল্লাহ্র অকৃত্রিম ইবাদতের আদেশ আছে।

শানে-নুযূলে উল্লিখিত একাধিক ঘটনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলো ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে এবং সবগুলোর জওয়াবেই সূরাটি অবতীর্ণ হতে পারে। এধরনের শান্তিচুক্তিতে বাধা দেওয়া জওয়াবের মূল লক্ষ্য।

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ—এ সূরায় কয়েকটি বাক্য পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হওয়ায় স্বভাবত প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ ধরনের আপত্তি দূর করার জন্য বুখারী অনেক তফসীরবিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একই বাক্য একবার বর্তমান কালের জন্য এবং একবার ভবিষ্যৎ কালের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি এক্ষণে কার্যত তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত কর না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই তফসীরই অবলম্বিত হয়েছে। কিন্তু বুখারীর তফসীরে لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ—আয়াতের অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, শান্তি চুক্তির প্রস্তাবিত পদ্ধতি গ্রহণের যোগ্য নয়। আমি আমার ধর্মের উপর কায়েম আছি এবং তোমরা তোমাদের ধর্মের উপর কায়েম আছ। অতএব এর পরিণতি কি হবে। বয়ানুল-কোরআনে এখানে دين অর্থ ধর্ম নয়---প্রতিদান করা হয়েছে।

ইবনে কাসীর এখানে অন্য একটি তফসীর অবলম্বন করেছেন। তিনি এক জায়গায় ما-কে موصول ধরেছেন এবং অন্য জায়গায় مصدرية ধরেছেন। ফলে প্রথম জায়গায় لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ—আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা যেসব উপাস্যের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না এবং আমি যে উপাস্যের ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত কর না। দ্বিতীয় জায়গায় وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ---আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও তোমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। আমি তোমাদের মত ইবাদত করতে পারি না এবং বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরাও আমার ইবাদত করতে পার না। এভাবে প্রথম জায়গায় উপাস্যদের বিভিন্নতা এবং দ্বিতীয় জায়গায় ইবাদত-পদ্ধতির বিভিন্নতা বিধৃত হয়েছে। সার কথা এই যে, তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে উপাস্যের ক্ষেত্রেও অভিন্নতা নেই এবং ইবাদত পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নেই। এভাবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখের আপত্তি দূর হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের ইবাদত-পদ্ধতি তাই, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে। আর মুশরিকদের ইবাদত-পদ্ধতি স্বকপোলকল্পিত।

ইবনে কাসীর এই তফসীরের পক্ষে বক্তব্য রাখতে যেয়ে বলেনঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' কলেমার অর্থও তাই হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। ইবাদত-পদ্ধতি তাই গ্রহণযোগ্য, যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ—এর তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর বলেন ঃ এ বাক্যটি তেমনি যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ—আরও এক আয়াতে

لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ—এর সারমর্ম এই যে, ইবনে কাসীর دِيْن শব্দকে ধর্মের ক্রিয়াকর্মের অর্থে নিয়েছেন এবং উদ্দেশ্য তাই যা বয়ানুল-কোরআনে আছে যে, প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, স্থান বিশেষে সব পুনরুল্লেখ আপত্তিকর নয়। অনেক স্থলে পুনরুল্লেখ ভাষার অলংকাররূপে গণ্য হয়। যেমন—اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا- আয়াতে তাই হয়েছে। এখানে পুনরুল্লেখের এক উদ্দেশ্য বিষয়-বস্তুর তাকীদ করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য একাধিক বাক্যে খণ্ডন করা। কারণ, তারা শান্তি চুক্তির প্রস্তাবও একাধিকবার করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তির কতক প্রকার বৈধ ও কতক প্রকার অবৈধ ঃ আলোচ্য সূরায় কাফিরদের প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির কতক প্রকার সম্পূর্ণ খণ্ডন করে সম্পর্ক-ছেদ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং কোরআন পাকে একথাও আছে যে, فَاِنْ جَنَحُوْا

لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا—অর্থাৎ কাফিররা সন্ধি করতে চাইলে তোমরাও সন্ধি কর। মদীনায় হিজরত করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)ও ইহুদীদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাই কোন কোন তফসীরবিদ সূরা কাফিরূনকে মনসূখ ও রহিত সাব্যস্ত করেছেন এবং এর বড় কারণ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ আয়াতখানি কেননা, এটা বাহ্যত জিহাদের আদেশের বিপরীত। কিন্তু শুদ্ধ কথা এই যে, لَكُمْ دِيْنُكُمْ -এর অর্থ এরূপ নয় যে, কুফর করার অনুমতি অথবা কুফরে বহাল থাকার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে বরং এর সারমর্ম হল 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। [illegible]এব অধিকাংশ তফসীর-বিদের মতে সূরাটি রহিত নয়। যে ধরনের শান্তি চুক্তি [illegible]দ্ধ করার জন্য সূরা অবতীর্ণ

হয়েছিল, তা সে সময়েও নিষিদ্ধ ছিল এবং আজও নিষিদ্ধ রয়েছে। فَإِنْ جَنَحُوا

আয়াত দ্বারা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র চুক্তি দ্বারা সে শান্তি চুক্তির অনুমতি বা বৈধতা জানা যায়, তা সে সময় যেমন বৈধ ছিল, আজও তেমনি বৈধ আছে। বৈধতা ও অবৈধতার আসল কারণ হচ্ছে স্থান-কাল পাত্র এবং সন্ধির শর্তাবলী। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফয়সালা দিতে যেয়ে বলেছেন ঃ الا صلحا احل حراما او حرم حلالا

অর্থাৎ সেই সন্ধি অবৈধ, যা কোন হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম করে। এখন চিন্তা করুন, কাফিরদের প্রস্তাবিত চুক্তি মেনে নিলে শিরক করা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই সূরা কাফিরূন এ ধরনের সন্ধি নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে ইসলামের মূলনীতি বিরুদ্ধ কোন বিষয় ছিল না। উদারতা, সদ্ব্যবহার ও শান্তি অন্বেষায় ইসলামের সাথে কোন ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু শান্তি চুক্তি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে---আল্লাহ্র আইন ও ধর্মের মূলনীতিতে কোন প্রকার দর কষাকষির অবকাশ নেই।